লাড্ডু বিতর্কে গ্রেপ্তার ৪

তিরুপতির ‘প্রসাদী’ লাড্ডুতে পশুচর্বি বিতর্কে চারজনকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। ধৃতরা ভোলে বাবা ডেয়ারির প্রাক্তন ডিরেক্টর বিপিন জৈন এবং পোমিল জৈন, বৈষ্ণোবী ডেয়ারির অপূর্ব চাওড়া এবং এ আর ডেয়ারির রাজু রাজশেখরন। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রী বেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরের প্রসাদী লাড্ডু তৈরির ঘিয়ে পশুচর্বি ব্যবহারের অভিযোগ উঠতে শোরগোল। কিনারা করতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিট গঠন করে তদন্ত শুরু হয়। সিটের তদন্তে ধরা পড়ে লাড্ডু তৈরির জন্য ভেজাল ঘি সরবরাহ করা হচ্ছে। বৈষ্ণোবী ডেয়ারি কারচুপি করে ঘি সরবরাহের টেন্ডার হাসিল করেছে। জাল নথিপত্র দিয়ে এ আর ডেয়ারির নামে তারা টেন্ডার আদায় করেছে। টেন্ডার পেলেও তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম (টিটিডি) বোর্ডের চাহিদা মতো ঘি জোগান দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না তাদের। ভোলে বাবা ডেয়ারির নামে মিথ্যে বলে ঘি সরবরাহ করছিল তারা। মন্দিরে লাড্ডু বানানোর ঘি সরবরাহে পদে পদে দুর্নীতি।

দিদির বিয়েতে বোনের মৃত্যু

আনন্দ মুহূর্তে উধাও। শোকস্তব্ধ বিয়েবাড়ি। তুতোবোনের বিয়ের আসরে নাচতে নাচতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন ২৩ বছরের তরুণী পরিণীতা। মধ্যপ্রদেশের বিদিশার ঘটনা। বিয়ে উপলক্ষে ইন্দোর থেকে বিদিশা এসেছিলেন পরিণীতা। রবিবার বোনের সঙ্গীত অনুষ্ঠান ছিল। প্রাক্ বিবাহ অনুষ্ঠান। সেখানে জনপ্রিয় হিন্দি গানের তালে পা মেলাচ্ছিলেন তরুণী। মিনিট দুয়েক হবে। হঠাৎ মঞ্চের ওপর লুটিয়ে পড়েন পরিণীতা। প্রথমে অতিথি অভ্যাগতরা কিছু বুঝতে পারেননি। ভেবেছিলেন হয়তো নাচের কোনও মুদ্রা হবে। কিন্তু মিনিট খানেক পরেও পরিণীতা নড়াচড়া না করায় তাঁদের সন্দেহ হয়। সকলে দৌড়ে মঞ্চের ওপর তাঁর কাছে এগিয়ে যান। ততক্ষণে সংজ্ঞা হারিয়েছেন পরিণীতা। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলেই অনুমান করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের পর দেহ পাবে পরিবার।

মাঝ-আকাশে অসুস্থ পাইলট

ম্যাঞ্চেস্টারগামী ইজিজেটের বিমান তখন মাঝ আকাশে। বিমান চালাচ্ছিলেন পাইলট। হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। প্রায় অচৈতন্য। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বিমানে। কেবিন ক্রু-রা সকলেই পাইলটকে সুস্থ করার মরিয়া চেষ্টা করেন। ককপিটে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। যাত্রীদের ভেতর কেউ চিকিৎসক আছেন কিনা জানতে চান ক্রু-রা। কিন্তু কেন? প্রশ্ন করেন যাত্রীরা। তারপর যখন জানতে পারেন পাইলট অসুস্থ, তখন তাঁরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বিপদের মুহূর্তে যাত্রীদের আশ্বস্ত করে এগিয়ে আসেন বিমানের কো-পাইলট। নিরাপদে গ্রিসের এথেন্স এয়ারপোর্টে বিমান অবতরণ করে। মাটিতে পা রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন যাত্রীরা। বিপদের সময় ঠান্ডা মাথায় যাত্রীদের সকলকে অক্ষত অবস্থায় বিমানবন্দরে নিয়ে আসায় প্রশংসিত হচ্ছেন কো-পাইলট। রবিবার এই ঘটনার পর সোমবার যাত্রীদের নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টারের উদ্দেশে রওনা হয় বিমানটি। অসুস্থ পাইলট এথেন্সের হাসপাতালে ভর্তি।

সম্পত্তির লোভে ঠাকুরদাকে কোপ

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে ৮৬ বছরের ঠাকুরদাকে কুপিয়ে খুন করল নাতি। হায়দরাবাদের শিল্পপতি ভেলামতি চন্দ্রশেখর জনার্দন রাও। ভেলজিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান। আমেরিকা থেকে উচ্চশিক্ষা সেরে সদ্য হায়দরাবাদে ফিরেছেন তাঁর ২৯ বছরের নাতি কে কার্তি তেজা। শহরে ফিরে মাকে নিয়ে ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তেজা। কথাবার্তার মাঝখানে সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারার প্রসঙ্গ ওঠে। পৈতৃক বাড়িতে তাঁর অংশ বাবদ তেজাকে ৪ কোটি টাকা দিয়েছিলেন তাঁর ঠাকুরদা। মনঃপূত হয়নি তেজার। তা নিয়ে ঠাকুরদা আর নাতির বচসা বাধে। তর্কাতর্কির মধ্যে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঠাকুরদার ওপর চড়াও হন তেজা। অন্তত ৭০ বার ঠাকুরদার শরীরে কোপ বসায় তেজা। সেখানেই লুটিয়ে পড়েন অশীতিপর শিল্পপতি। ছেলেকে বাধা দিতে গিয়ে গুরুতর আহত হন তেজার মা। তিনিও হাসপাতালে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। ঘাতক নাতিকে গ্রেপ্তার করে। তেজা এখন পুলিশি হেফাজতে।

বাংলার বঞ্চনার জবাব দেবে মানুষ, সংসদে সরব তৃণমূল

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বঞ্চনার শিকার বাংলা। সেই বঞ্চনার উল্লেখ করে তৃণমূলের লোকসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণ ব্যানার্জি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, ‘এই বঞ্চনার জবাব দেবে বাংলার মানুষ। বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হওয়ার মতো আসনও পাবে না বিজেপি।’ লোকসভায় বাজেট নিয়ে আলোচনায় কল্যাণ ব্যানার্জি বলেন, ‘বাজেটে বাংলার জন্য কোনও প্রকল্প ঘোষণা করা হয়নি। ইচ্ছা করে বাংলাকে অর্থনৈতিক ভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার মনরেগা, আবাস যোজনা বা যে কোনও প্রকল্পে বাংলাকে কোনও টাকা দিচ্ছে না।’ ট্রেজারি বেঞ্চের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘২০২৬ সালে এই অবহেলার খুব স্পষ্ট জবাব দেবে বাংলার মানুষ। তখন নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, নির্মলা সীতারামনরা বাংলায় যাবেন। তবে আমি নিশ্চিত করে বলে দিচ্ছি, বিরোধী দলনেতা হওয়ার মতো আসনও পাবে না বিজেপি।’

২০২৫-’২৬ সালের বাজেটকে জনবিরোধী এবং দেশের অর্থনীতির পক্ষে ধ্বংসাত্মক আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ‘টাকার দামে পতন, শেয়ার বাজারের পতনের মতো অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবারের বাজেট। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪-’১৫ সালে বিমায় বিদেশি লগ্নির সীমা বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করেছিল। এবারের বাজেটে তা বৃদ্ধি করে ১০০ শতাংশ করা হয়েছে। প্রশ্ন হল, সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, সাধারণ, গরিব মানুষ এক টাকা প্রিমিয়ামে বিমার সুবিধা পাবেন কিনা।’ কল্যাণের কথায়, ‘বিমা ক্ষেত্রে জিএসটির হার কমানো হয়নি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ২০১২ সালেই বিমায় ১০০ শতাংশ বিদেশি লগ্নির বিরোধিতা করেছিলেন। এলআইসির মতো সংস্থায় দেশের মানুষের গচ্ছিত টাকা সুরক্ষিত কিনা, তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তিনি।’

রাজ্যসভায় বাজেট নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত ব্যানার্জি। তাঁর বক্তব্যের সময় মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার তীব্র প্রতিবাদ করেন তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও’ব্রায়েন। দ্রুত সাংসদের মাইক চালু করার দাবি করেন তিনি। বাজেট প্রসঙ্গে ঋতব্রত বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। ২০২৪ সালের বাজেটে অর্থমন্ত্রী বেকার যুবকদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্যাকেজ এবং ইন্টার্নশিপ ঘোষণা করেছিলেন। যদিও এবারের বাজেটে তার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায়নি। ঋতব্রতও বাংলার বঞ্চনার অভিযোগ তুলে বলেন, ‘মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে না পেরে অর্থনৈতিক ভাবে অবরোধ করা হচ্ছে। তবে আপনারা যত বেশি অবরোধ করবেন বাংলার মানুষ তত তীক্ষ্ণ ভাবে তার জবাব দেবে। কারণ, বাংলা মাথা নত করবে না। বাংলা আত্মসমর্পণ করবে না।’

এরো ইন্ডিয়া-য় বায়ুসেনার এরোব্যাটিক টিম ‘সূর্যকিরণ’-এর প্রদর্শনী। বেঙ্গালুরুতে, সোমবার। ছবি: পিটিআই

প্রাথমিকে নিয়োগ

হলফনামা চায় সুপ্রিম কোর্ট

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি

সুপ্রিম কোর্টে পিছোল প্রাথমিকে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি। ২০২২ সালের শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলাটির শুনানি হয় সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি পিএস নরসিংহ ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে। আদালত পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে হলফনামা পেশের নির্দেশ দিয়েছে। ২০২২-এর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ১১ হাজার ৭৫৮টি শূন্যপদে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হয়েছিল। ৯৫৩৩ জন ইতিমধ্যে নিযুক্ত হন চাকরিতে। বাকি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার কাদের, তা নিয়েই মামলা দায়ের হয়। আদালত এদিন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কাছে জানতে চায়, এই মুহূর্তে নিয়োগ প্রক্রিয়া ঠিক কোন্ পর্যায়ে রয়েছে? নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আগে পর্যন্ত ডিএলএড কোর্স সম্পূর্ণ না থাকা কতজন রয়েছেন, যারা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন? তাদের তালিকা হলফনামায় জানাতে হবে। দু’সপ্তাহ পর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

শুনানি শেষ

● ১ পাতার পর

যদিও আদালতে যোগ্য প্রার্থীদের তরফে আইনজীবীরা দাবি করেন, তাদের মক্কেলরা যোগ্যতার নিরিখেই চাকরি পেয়েছেন। কিছু অযোগ্যের জন্য কেন তাঁদের চাকরি বাতিল হবে। অশিক্ষক কর্মীদের তরফে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। তিনি বলেন, ‘যোগ্য ও অযোগ্য বাছাই করতে হবে। আর এটা সম্ভব। সেটা বাছাই না করতে পারলে ন্যায়বিচার অধরা থেকে যাবে।’ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, এই মামলার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের কাছে কোনও আসল ওএমআর শিট নেই। তা থাকলে তার ভিত্তিতেই যোগ্য ও অযোগ্যদের পৃথকীকরণের কাজ সহজ হত। এদিন আদালতের প্রশ্নের জবাবে এসএসসির তরফে উপস্থিত আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত জানান, ‘র‍্যাঙ্ক জাম্প’ এবং প্যানেল-বহির্ভূত নিয়োগের তথ্য থাকলেও ওএমআর শিট কারচুপির তথ্য তাদের কাছে নেই।’ আদালতের বক্তব্য, ‘এখানেই তো সমস্যা। পঙ্কজ বনসলের সংস্থা থেকে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে আপনাদের তথ্য মিলিয়ে দেখেননি। কোন্‌টি আসল তথ্য, সেটাই বলতে পারছেন না!’ এদিকে, ২০১৬ প্যানেলে ১৮ জন (অন্ধ) প্রতিবন্ধী শিক্ষকের হয়ে আদালতে আইনজীবী মুরলীধর জানান, প্যানেল বাতিল হয়ে গেলে বিপাকে পড়বেন তার মক্কেলরা। বিষয়টি শোনার পর প্রধান বিচারপতি ওই ১৮ জন শিক্ষকের নাম জানাতে বলেছেন।

রাষ্ট্রপতি-শাসনের দাবি কুকিদের
মণিপুরে কাটছে না অস্থিরতা

তরুণ চক্রবর্তী
গুয়াহাটি, ১০ ফেব্রুয়ারি

এন বীরেন সিং মুখ্যমন্ত্রী-পদ থেকে ইস্তফা দিলেও, মণিপুরের সঙ্কট সহজে মিটছে না। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের বড় অংশ মনে করেন, মণিপুরের পরিস্থিতির জন্য সমান ভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজেও দায়ী। তাঁকে বাঁচাতেই বীরেনকে ‘বলির পাঁঠা’ করা হয়েছে। ঘটনা যা-ই হোক না কেন, অশান্তির আগুন থেকে সহজে নিস্তার নেই রাজ্যবাসীর। বিধানসভায় আস্থা-ভোটে নিশ্চিত হার এড়াতেই ইস্তফা দিতে হয় বীরেনকে। শরিক দলগুলির পাশাপাশি বিজেপির বহু বিধায়ক তাঁকে চাইছিলেন না। বিরোধীরা অনাস্থা প্রস্তাব আনলে বিজেপির সরকার পড়ে যেত। সেটা এড়াতেই রবিবার রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লার কাছে ইস্তফা দেন বীরেন। রাজ্যপাল তা গ্রহণ করে বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করেন। ফলে বিজেপিকে অনাস্থা প্রস্তাব মোকাবিলা না করতে হলেও, বিরোধীদের সাঁড়াশি আক্রমণের পাশাপাশি দলীয় কোন্দল সামলাতে হচ্ছে তাদের। বিজেপির শাসনে মণিপুর কার্যত কুকি ও মেইতেই দুই যুযুধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত। সেই বিভাজন এখনও স্পষ্ট। কুকিদের সংগঠন কোটু-র মুখপাত্র এন লুন কিপজেনের দাবি, রাজ্যে রাষ্ট্রপতি-শাসন জারি করতে হবে। অন্য দিকে বিজেপি সূত্রের খবর, বুধবার দলের শীর্ষ নেতৃত্ব নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা ঠিক করতে বৈঠক করবেন।

২০২৩ সালের ৩ মে মণিপুর হাইকোর্ট মেইতেইদের তফসিলি উপজাতির মর্যাদা দিতেই কুকিরা গোটা রাজ্যে বার করেন ‘সলিডারিটি মার্চ’। শুরু হয়ে যায় কুকি-মেইতেই সঙ্ঘর্ষ। প্রাণ হারান প্রায় তিনশো মানুষ। শরিক দলের পাশাপাশি বিজেপির বিধায়কদের বড় অংশ মুখ্যমন্ত্রী-পদে বদল চাইছিলেন। তবু বীরেনেই আস্থা ছিল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের। কিন্তু কংগ্রেস অনাস্থা প্রস্তাব আনার হুমকি দিতেই প্রাথমিক ভাবে পুলিশ দিয়ে বিধায়কদের বাগে আনার চেষ্টা হয়। অবস্থা বেগতিক দেখেই বীরেনের ইস্তফার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্রিয় হন বিজেপির নেতারা। তার আগে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব অজয়কুমার ভাল্লাকে রাজ্যপাল করা হয়। কিন্তু ঘরে-বাইরে চাপের মুখে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন বীরেন। তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেবের মতে, মণিপুরের অশান্তির দায় বিজেপির। তাই এত দেরিতে মুখ্যমন্ত্রী বদল করেও দায় এড়াতে পারেন না বিজেপি নেতারা। শান্তি ফেরাতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেন তিনি।

দিল্লিতে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর কথাই ভাবছে বিজেপি

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি

দিল্লি দখলের পর মুখ্যমন্ত্রী কে? জল্পনায় একাধিক নাম। বিজেপি পরিষদীয় দলের বৈঠকে ঠিক হবে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম। দৌড়ে রয়েছেন পরবেশ বর্মা, প্রবীণ বিজেপি নেতা বিজেন্দ্র গুপ্ত, সতীশ উপাধ্যায়রা। শোনা যাচ্ছে বাঁশুরি স্বরাজ, স্মৃতি ইরানির নামও। সূত্রের খবর, বিজেপি নেতৃত্ব দিল্লিতে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী করার বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন। এর আগে দিল্লির মহিলা বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রয়াত সুষমা স্বরাজ। পরবর্তী কালে কংগ্রেসের শীলা দীক্ষিত, এছাড়াও আপ-এর আতিশি। বিজেপি এবার কোনও মহিলাকে দিল্লির কুর্সিতে বসাতেই পারে।

এদিকে, দিল্লি ভোটে হারের পরই চিন্তা বেড়েছে আপের। দলের বিধায়কদের ধরে রাখাই মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কাছে। কংগ্রেস নেতারা দাবি করছেন, তাদের সঙ্গে পাঞ্জাবের ৩০ জন আপ বিধায়ক নাকি যোগাযোগ করছেন। এই পরিস্থিতিতে দল ও বিধায়কদের আগলে রাখতে সক্রিয় হয়েছেন আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মঙ্গলবার জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক ডেকেছেন কেজরি। সেখানে পাঞ্জাবের সব বিধায়ককে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, দলের দুঃসময়ে বিধায়কদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার বার্তা দিতে পারেন আপ প্রধান। উল্লেখ্য, দিল্লি ভোটের ফল প্রকাশের পর পাঞ্জাবের আপে বিরাট ভাঙনের ইঙ্গিত দেন কংগ্রেস সাংসদ সুখজিন্দর সিং রণধাওয়া। দাবি করেছেন, ‘পাঞ্জাবে আপ বিধায়কদের বড় অংশ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। মেয়াদ শেষের আগেই বিধানসভা ভোটের জন্য তৈরি থাকতে হবে সরকারকে।’

এদিকে, দিল্লি ভোটে ভোট কেটে আপকে হারিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এর ফলে অস্বস্তিতে পড়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিন কংগ্রেস সাংসদ মণিকাম টেগোর বলেন, ‘ইন্ডিয়া জোট তৈরি হয়েছিল মূলত লোকসভা ভোটের জন্যই। তবে আমরা চেয়েছিলাম দিল্লি ভোটে আপের সঙ্গে জোট করতে। তবে আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল আমাদের সঙ্গে জোট করবে বলে আগাম ঘোষণা করে দিয়েছিল। এরপর আমাদের কী করার থাকতে পারে?’

বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারেন জয়শঙ্কর

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি

বাংলাদেশে যতই ভারত-বিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিক, দিল্লি কিন্তু আলোচনার রাস্তায় থাকার সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি ওমানের রাজধানী মাসকাটে ভারত মহাসাগরীয় সম্মেলনে ('ইন্ডিয়ান ওশন কনফারেন্স') যোগ দেওয়ার কথা বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের। ওমান ও সিঙ্গাপুরের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে তাতে পৌরহিত্য করবেন জয়শঙ্কর। সাউথ ব্লক সূত্রের খবর, সেখানে তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রকের উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের বৈঠক করানোর জন্য সচেষ্ট হয়েছে দুপক্ষ।

শেষ অবধি সেটা সম্ভব হলে ৫ আগস্টের পরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মুখোমুখি হবেন জয়শঙ্কর ও তৌহিদ। এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার ফাঁকে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছিলেন তাঁরা। পরে ডিসেম্বরে ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিসরি ঢাকা সফরে যান। দেখা করেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে। তার মাঝে যদিও গঙ্গা-পদ্মা দিয়ে বিস্তর জল বয়েছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হিংসার ঘটনা ঘটেই চলেছে। আক্রমণ চলছে আওয়ামি লিগ নেতাদের বিরুদ্ধে। সদ্য ঢাকায় শেখ মুজিবের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা।’ তার প্রেক্ষিতে একে-অপরের রাষ্ট্রদূতদের তলব করে কড়া বার্তা দিয়েছে দিল্লি ও ঢাকা।

রপ্তানি শুল্কে আরও ছাড় ঘোষণা করতে পারেন মোদি

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুশি করতে তাঁর সঙ্গে বৈঠকের আগে আরও অনেক পণ্যে রপ্তানি শুল্ক ছাড় দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মোদির লক্ষ্য আমেরিকার সঙ্গে ভারত যাতে শুল্কযুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে তা দেখা এবং মার্কিন মুলুকে ভারতের রপ্তানি বাড়ানো। সোমবার এক বিবৃতিতে মোদি বলেন, ‘ট্রাম্প প্রথম দফায় ক্ষমতায় বসার আমাদের সহযোগিতা ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছিল এবার একটা সুযোগ আসবে তাকে আরও প্রসারিত করার।’

মোদির দু’দিনের মার্কিন সফর শুরু হচ্ছে বুধবার। তার আগে ট্রাম্প জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম আমদানিতে ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপাবেন তিনি। এর আগে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, দু’দেশের বাণিজ্যে সমতা আনতে হলে আমেরিকায় তৈরি নিরাপত্তা সংক্রান্ত পণ্য আরও বেশি বেশি করে কিনতে হবে ভারতকে। এরপরেই আশঙ্কিত হয়ে এবারের বাজেটে কিছু পণ্যে শুল্ক কমানোর কথা ঘোষণা করেছেন সীতারামন। এখন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক-সহ নানা পণ্য, যেগুলি আমেরিকা থেকে এদেশে আমদানি করা হয়, সেগুলির ওপর আরও শুল্ক কমানোর কথা ভাবছেন মোদি। যদিও এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি বাণিজ্য ও বিদেশ মন্ত্রকের কর্তারা।

বাইরে থেকে আমদানি করা ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম ওপর ট্রাম্প প্রশাসন ২৫ শতাংশ হারে শুল্ক চাপালেও তাতে ভারতের কোনও সমস্যা হবে না। কারণ এদেশে ইস্পাতের অভ্যন্তরীণ বাজার যথেষ্ট পোক্ত। এবং দেশে তৈরি ইস্পাতের খুব সামান্য অংশই আমেরিকায় রপ্তানি করা হয়। সোমবার একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ইস্পাত সচিব সন্দীপ পৌণ্ড্রিক।

আমেরিকায় আমদানি করা ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়ামে ২৫% শুল্ক বসছে

সংবাদ সংস্থা
ওয়াশিংটন, ১০ ফেব্রুয়ারি

আমেরিকাকে আবার মহান করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কোমর কষে শুল্কযুদ্ধেই নেমে পড়লেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি জানিয়েছেন, কোনও দেশে থেকে মার্কিন মুলুকে ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম আমদানি করা হলেই তার ওপর ২৫ শতাংশ হারে শুল্ক চাপানো হবে। সন্দেহ নেই, বাড়তি শুল্ক চাপানোর লক্ষ্য আসলে চীন। তবে কানাডা ও মেক্সিকো থেকে আমদানি করা ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপরও ২৫ শতাংশ হারে বাড়তি শুল্ক বসাবে ট্রাম্প প্রশাসন। এছাড়া আরও অনেক পণ্যের ওপর নানা হারে শুল্ক চাপানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। ট্রাম্প বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৫ শতাংশ হারে শুল্ক ইস্পাতের ওপর বসাতে চলেছে। শুল্ক বসবে অ্যালুমিনিয়ামের ওপরেও। একই সঙ্গে ট্রাম্প জানিয়েছেন, অন্য কোনও দেশ যদি কোনও মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্ক বসায় তাহলে আমেরিকাও একই হারে তাদের পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করবে।

তৈমুরই ভরসা দিয়েছিল: সইফ

সংবাদ সংস্থা
মুম্বই, ১০ ফেব্রুয়ারি

পুত্র তৈমুরের সঙ্গে সইফ। ফাইল ছবি

আট বছরের তৈমুর কেন? করিনা কাপুর কোথায় ছিলেন? ট্যাক্সির বদলে অটোয় কেন হাসপাতালে যেতে হল সইফ আলি খানকে? আঘাত কি সত্যি গুরুতর ছিল? একমাস ধরে এমন অসংখ্য প্রশ্ন উঠেছে। নীরবতা ভাঙলেন ‘ছোটে নবাব’ নিজেই। একটি সাক্ষাৎকারে সইফ বললেন, ‘তৈমুর একেবারে শান্ত ছিল। আমি একা যেতে চাইনি। তৈমুরই বলে আমি তোমার সঙ্গে আসছি। ওই মুহূর্তে ওর মুখটাই ভরসা জুগিয়েছিল। তৈমুর অসহায়ের মতো জিজ্ঞাসা করছিল বাবা, তুমি কি মরে যাবে? তৈমুর আমার জন্য কী করতে পারে তা জানে বলেই করিনা ওকে আমার সঙ্গে পাঠিয়েছিল। তেমন কিছু হলে ওকেই পাশে দেখতে চেয়েছিলাম।’

সে রাতের ঘটনার বিবরণে অভিনেতা বলেন, ‘রাত ২টোয় জেহ-র বিছানার কাছে এক হামলাকারীকে দেখে আমি দৌড়ে ঘরে ঢুকি। তার হাতে ছিল হেক্সা ব্লেড। মুখোশ পরা। তাকে জাপটে ধরি। লোকটি সজোরে আমার পিঠের দিকে আঘাত করছিল। ঘাড়ে, কব্জিতে, হাতে আঘাত করে। তখনই জেহ-র পরিচারিকা গীতা ধাক্কা দিয়ে হামলাকারীকে সরান। রক্তে তখন আমার শরীর ভেসে যাচ্ছে। দেওয়ালে দুটো তরোয়াল সাজানো ছিল। একটা আমি, অন্যটা আমাদের পরিচারক হরি সে দুটি হাতে নিয়ে অনুপ্রবেশকারীকে ধরতে যাচ্ছিলাম। করিনা আটকায়। বলে, না। ওকে যেতে দাও। আমাদের এখনই হাসপাতালে যেতে হবে।’

ছেলেদের কথায় সইফ বলেন, ‘জেহ নিরাপত্তা নিয়ে সজাগ। ওর প্লাস্টিকের তরোয়ালটা আমাকে দিয়ে বলেছে এটা বিছানায় রাখবে। পরের বার কোনও দুষ্টু লোক এলে এটা কাজে আসবে। সে বলে, গীতা আব্বাকে বাঁচিয়েছেন। আর আব্বা আমাকে। বন্দুক নিয়ে ঘুমোতে বলছেন কেউ কেউ। আমার আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োজন নেই। হামলাকারী সম্পর্কে সহানুভূতিশীল সইফ বলেছেন, ‘ডাকাতি করতে এসে গরিব মানুষটার বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। ওর অবস্থা আমার চেয়ে অনেক খারাপ।’

pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

পরিশিষ্ট-IV-A

স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) ই-নিলাম প্রকাশ্য বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নতুন দিল্লি-১১০০০১। ফোন: ০১১-২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, **ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com**
কলকাতা ব্রাঞ্চ: পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ-সহ বিশেষত নীচের টেবিলে কলাম নং ‘A’-তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নীচের টেবিলে কলাম নং ‘D’-তে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল (কলাম নং ‘C’-তে উল্লেখমতো) নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচে উল্লিখিত বিশদ তথ্য অনুযায়ী **‘যেখানে আছে, যেমন আছে, যা কিছু আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে কলাম নং ‘A’ তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ বা বন্ধকদাতাগণের (প্রয়াত হলে) আইনি উত্তরাধিকারীগণ (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), এগজিকিউটর(গণ), অ্যাডমিনিস্ট্রেটর(গণ), সাক্সেসর(গণ), অ্যাসাইনি(গণ) (প্রযোজ্যমতো)-এর প্রতি হাল তারিখ পর্যন্ত সংশোধনী-সহ পঠনীয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯-এর সংস্থানাধীনে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/ সুরক্ষিত ঋণদাতার এই ওয়েবসাইট দেখুন: **www.pnbhousing.com.**

লোন নম্বর/ ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারীর নাম (A)	দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ও তারিখ (B)	দখলের প্রকৃতি (C)	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (D)	সংরক্ষণ মূল্য (আরপি) (E)	ইএমডি (আরপি-র ১০%) (F)	ডাক জমার শেষ তারিখ (G)	ডাক বাড়ানোর হার (H)	পরিদর্শনের তারিখ ও সময় (I)	নিলামের তারিখ ও সময় (J)	জ্ঞাত দায়/ বিচারাধীন মামলা (যদি থাকে) (K)
NHL/KOL/0915/ 244154, NHL/ KOL/0921/ 917640,NHL/SKOL/0519/ 695394, NHL/KOL/1020/821783, NHL/KOL/1021/925167, NHL/ OL/1021/925166, NHL/ KOL/0921/917637, ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা, কে কে বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড/মিঃ প্রদীপ কালানোরিয়া, মিসেস বীণা কালানোরিয়া এবং মিসেস সীমা আগরওয়াল (উপরোক্ত দুটি ঋণের সুবিধার প্রেক্ষিতে সহ-ঋণগ্রহীতা)	₹ ১০,৪৮,২৯,৪২৯.৪৫/- ২৯.০৪.২০২৩ অনুসারে	বাস্তবিক দখল	‘এ’ ব্লকে ৩০৪১২ বর্গফুট এবং ‘বি’ ব্লকে ৬৯৬৮ বর্গফুট এরিয়া বিশিষ্ট দুটি জি+৩ তলবিশিষ্ট বাণিজ্যিক বিল্ডিং সমেত সামান্য কমবেশি ২১ কাঠা ১৩ ছটাক ২৫ বর্গফুট জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা- লিলুয়া, পরগনা- খালোর, জে এল নং ১২, তৌজি নং ৩৯৮৯, এল আর খতিয়ান নং ৪১১৬ (পুরনো খতিয়ান নং ১২৬৫), আর এস নং ১৯৭৫, দাগ নং ২৪৮২, ২৪৮৩, ২৪৮৪, ২৪৯০, এল আর দাগ নং ২৪৮৪/২৫৬৮ (অংশ), ২৪৮৪ (অংশ), ২৪৮২ (অংশ), মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৩, কুমারপাড়া রোড, বর্তমানে ৩/১, কুমারপাড়া রোড, থানা- লিলুয়া (পূর্বতন বালি), জেলা- হাওড়া, ওয়ার্ড নং ২১, বালি পুরসভার এলাকাধীন। সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর- কুমারপাড়া রোড; দক্ষিণ- ইজোন স্ট্রিপস প্রাঃ লিঃ; পূর্ব- ইজোন স্ট্রিপস প্রাঃ লিঃ; পশ্চিম- বৈজনাথ মিশ্রের বাড়ি।	₹ ৭,৮৯,১৫,০০০/-	₹ ৭৮,৯১,৫০০/-	২৭.০২.২০২৫	₹ ৫,০০,০০০	১৫.০২.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	২৮.০২.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টে	এসএ নং ২৪৪/২০২৩, ডিআরটি-III, কে কে বাণিজ্য প্রাঃ লিঃ বনাম পিএনবি এইচএফএল; কে কে বাণিজ্য প্রাঃ লিঃ বনাম পিএনবি হাউসিং ফিনান্স লিমিটেড এবং অন্যান্য কেস নং WPO.59/2025

* তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এবং/বা পরবর্তীতে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে বার্ষিক ১৮% হারে প্রযোজ্যমতো সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি। ** পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে উপরিলিখিত স্থাবর/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের ওপর অন্য কোনও দায়/ দাবি বকেয়া নেই (কলাম নং ‘K’-তে উল্লিখিত বাদে)। পরবর্তী যাবতীয় দায় সফল ক্রেতা/ডাকদাতাকেই আদায় দিতে হবে। উল্লিখিত দায়গুলির পরিস্থিতি স্বাধীনভাবে যাচাই করে নেওয়ার জন্য সম্ভাব্য ক্রেতা(গণ)/ ডাকদাতাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
১. আজকের তারিখ পর্যন্ত উপরিলিখিত স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি, দায় ঝেড়ে ফেলা ও/বা হস্তান্তর করায় পিএনবি এইচএফএল/ পিএনবি এইচএফএল-এর অনুমোদিত আধিকারিকের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে কোনও আদেশ/ আদালতের স্থিতাবস্থা জারির নির্দেশ নেই। ২. নিজেদের দরপত্র/ বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দেওয়া বা দরপ্রস্তাব(সমূহ) পেশের আগে সম্ভাব্য ক্রেতা/ ডাকদাতা এবং আগ্রহী পক্ষগণ ওপরের টেবিলে কলাম নং ‘K’-তে উল্লিখিত মামলা/ জারিকৃত আদেশের প্রেক্ষিতে শুনানি স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং এগুলি বাদেও তাঁরা পিএনবি এইচএফএল-এর জিম্মায় থাকা সম্পত্তির নথিপত্র ও স্বত্ব যাচাই করে নিজেরা নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে পারেন। বিড ফর্মের পাশাপাশি ডাকদাতা(গণ)-কে এই নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলিতেও স্বাক্ষর করতে হবে। ৩. অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(৩)-এর শর্তানুসারে ডাকদাতা(গণ)/ ক্রেতা নিলামের দিনেই বা সর্বাধিক পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (জমাকৃত ইএমডি ধরে, যদি থাকে) আদায় দিতে বাধ্য। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(২) অনুযায়ী সুরক্ষিত ঋণদাতা বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পরে সফল ক্রেতার/ ডাকদাতার অনুকূলে বিক্রয় চূড়ান্ত করা হতে পারে। ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক আদায় দিতে হবে বিক্রি নিষ্পত্তির চিঠি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে এবং এরূপে অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হলে সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ পুনরায় বিক্রি করা হবে। ৪. ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি পরিচালনায় অনুমোদিত আধিকারিকের সহায়তায় থাকবে মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, কর্পোরেট অফিসের ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, ফ্লোর নং ৩, সেক্টর ৪৪, গুড়গাঁও, হরিয়ানা- ১২২০০৩, ওয়েবসাইট: www.bankeauctions.com। সম্পত্তি পরিদর্শন বা বিড ডকুমেন্ট সংগ্রহ সংক্রান্ত কোনও সহায়তার প্রয়োজনে এবং রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আপনারা এখানে যোগাযোগ করতে পারেন: পিএনবিএইচএফএল-এর অনুমোদিত ব্যক্তি মিঃ ইন্দ্র সেন যাদব, যোগাযোগের টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০ ১২০ ৮৮০০, ই-মেল: auction@pnbhousing.com অথবা, www.pnbhousing.com দেখতে পারেন।

স্থান: কলকাতা; তারিখ: ১১.০২.২০২৫ — **অনুমোদিত আধিকারিক, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড**

INDUSS FOOD PRODUCTS & EQUIPMENTS LIMITED
238/B, A. J. C. BOSE ROAD, KOLKATA-700020, CIN NO: L35204WB1987PLC031664
Email ID : info@indussgroup.com Fax No. 91-33-2287 1874
UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER, 2024 (All figures Rs. in lacs)

	Particulars	3 months Ended 31.12.2024	3 months Ended 30.09.2024	3 months Ended 31.12.2023	Year to date 31.12.2024	Year to date 31.12.2023	Year ended 31.03.2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Income						
	a) Revenue from Operations	2,135.76	4,707.66	2,707.31	10,470.96	8,835.19	12,554.54
	b) Other income	55.12	33.54	5.72	148.18	57.68	371.33
2	Expenses						
(a)	Cost of Materials Consumed	1,700.65	3,265.38	1,943.54	7,491.27	6,480.48	8,890.93
(b)	Purchase of Stock in Trade	-	18.94	48.61	18.94	48.61	48.61
(c)	Change in Inventories of Finished Goods	-	-	-	-	-	15.29
(d)	Employee Benefit Expense	132.80	137.76	105.65	407.41	388.36	631.33
(e)	Finance Cost	2.47	7.05	2.14	7.79	15.36	17.02
(f)	Depreciation & Amortization Expense	12.03	11.83	10.92	35.13	30.29	42.80
(g)	Manufacturing & Operating Exp	211.00	370.92	261.40	859.44	476.26	1,174.79
(h)	Other Expenses	194.25	434.65	60.26	835.37	784.72	839.47
3	Profit Before Tax	-62.32	494.67	280.51	963.78	8,892.87	1,265.63
4	Total Tax Expenses	4.86	131.40	21.00	181.40	107.00	351.74
a.	Current Tax	-	128.65	20.15	170.78	105.06	331.78
b.	Deferred Tax	4.86	2.75	0.85	10.62	1.94	19.96
5	Net Profit after tax for the Period	-67.18	363.27	259.51	963.78	561.79	913.89
6	Other Comprehensive Income	-	-	-	-	-	-
7	Paid up Equity Capital	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
8	Other Equity	-67.18	639.19	278.50	5,530.82	4,321.29	4,568.39
9	Earnings per share (Basic & Diluted)	-7.90	42.74	30.53	113.39	66.09	107.52

Place: Kolkata
Date: 10/02/2025

Shanti Swarup Aggarwal
Manging Director
Din: 00322011

Notes:
1 The Company's business activity falls within single operating segment of "Machinery of Rice mills ". Hence, no separate segment information is disclosed.
2. Revenue from Operations is net of trade discounts/ trade incentives.
3. The aforementioned results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 10, 2025. The Limited Review of these financial results, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclose Requirements) Regulations, 2015 has been completed by the Statutory Auditors of the Company.